R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১২৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১. বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে পৌষ বুধবার, ১৩৯৫ সাল।
১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৯ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

মহকুমায় গমের অভাবের সুযোগ নিয়ে রেশনে অখাদ্য গম দেওয়া হচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমায় গমের আকাল দেখা দিয়েছে। রেশনে মাথা পিছু মাত্র ২০০ গ্রাম করে অখাদ্য গম সংবরাহ করে সরকার বদান্যতা দেখাচ্ছেন। এই প্রতিবেদক মহকুমার সর্বত্র ঘুরে এই চিত্র দেখে এসেছেন। মহকুমার দ্বিতীয় পুরসভা ধুলিয়ানেও ঐ একই অবস্থা। সেখানে রেশনে যে গম দেওয়া হয় তা নিয়ে মানুষের মনে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শহরবাসীর অভিযোগ, রেশনের গম পশু খাদ্যেরও যোগ্য নয়। দেখে মনে হয় এফ সি আই গুদাম ঝাঁট দিয়ে ধুলোমাটি ময়লাসহ গম রেশন ডিলারদের সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারী সরবরাহ বিভাগের কর্মকর্তারা এই অখাদ্য সরবরাহ ও বিক্রি করার অনুমতি দেন কেমন করে এটাই ভাবার বিষয়। ভেজাল তেলের মহামারী দেখেও এদের চৈতন্যোদয় হয়নি বলে বোঝা যায়। গমের আকালের এই পরিস্থিতিতে রেশনের গমের আটা ময়দা খেয়ে যে কোন সময়েই গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস্ প্রভৃতি ব্যাধি সারা মহকুমায় ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে চিকিৎসক মহলের ধারণা। কিন্তু খাদ্য সরবরাহ বিভাগ নির্বিকার। মহকুমা খাদ্য নিয়ামক এক সাক্ষাৎকারে জানান— পঃ বঙ্গে ড্রাইডোল সাহায্য প্রভৃতিতে নয় গমের প্রয়োজন ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু বাইরে থেকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় গম আসছে মাত্র ৮০,০০০ মেট্রিক টন। তার উপর এ বছর চাষীরাও গমের চাষ না করে সরষে প্রভৃতি চাষ করায় গমের অভাব ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এই মহকুমায় জনসংখ্যা অনুযায়ী মাথা পিছু নির্দ্ধারিত ৫০০ গ্রাম করে সপ্তাহে সাপ্লাই দিতে গম লাগে ৪৫০০ কুঃ। সেখানে মাসে পাওয়া যায় ৫০০ কুঃ এর মত। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গান্ধীজীর 'অভয় সাধক' বাবা আমতের শুভাগমন

বিশেষ সংবাদদাতা : জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সহকর্মী, স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামী সৈনিক বাবা আমতে তাঁর ভারত পদযাত্রার দ্বিতীয় পর্বে এ জেলায় আসছেন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের সেই তরুণ যাঁকে জাতির পিতা 'অভয় সাধক' আখ্যা দিয়েছিলেন, আজ ৭৪ বছর বয়সেও তরুণের মুক্ত তেজে তিনি জাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্গীকৃত। তাঁর শিক্ষা— 'মানবিকতার দীপ্ত শিখা প্রজ্জলিত হোক মানুষের অন্তরে অন্তরে'; ঘুচে যাক মুছে যাক মানুষের অন্তর হতে হিংসা, দ্বেষ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, সাম্প্রদায়িকতা। তাঁর সৃষ্ট সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম নিরাময় কুষ্ঠ রোগীদের জন্য 'আনন্দবন', গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রসি ফাউণ্ডেশন, ন্যাশনাল লেপ্রসী অর্গানাইজেশন। মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারের ষ্টেট লেপ্রসী বোর্ড এবং ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রধান একজন উপদেষ্টাও তিনি। জীবনে পুরস্কৃত হ'য়েছেন ম্যাগসেসে, পদ্মবিভূষণ, দেশিকোত্তম উপাধিতে। এমন কি রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকেও মানবাধিকার পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। পূর্বে তিনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর ভ্রমণ করেছেন। এবার ১২৫ জন অনুগামী নিয়ে তাঁর চলার শুরু অরুণাচল থেকে গুজরাট। এই চলার পথেই আগামী ১৬ জানুয়ারী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ পথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে ধুলিয়ানে। সেখানে অভ্যর্থনা কমিটি পরিচালনা করবেন লায়ন্স ও লিও ক্লাবের সদস্যরা। জৈন ভবনে তাঁর ভাষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডাক্তার কালীকুমার গুপ্ত এবং সম্পাদক আবদুল সইদ ও বিজয় সিংবয়েদ। আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক যথাক্রমে (শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

পত্রিকা সম্পাদকের অন্তর্ধান রহস্যের তদন্ত

রঘুনাথগঞ্জ : পঃ বঙ্গের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ জঙ্গিপুরের এস ডি পি ওকে 'বিদ্রোহী কণ্ঠ' সম্পাদক বেণু চ্যাটার্জীর অন্তর্ধান রহস্য উদঘাটনে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর। প্রকাশ, ধুলিয়ান থেকে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ নিউজের সম্পাদক মোজাম্মেল বিশ্বাস ডি জির কাছে এক লিখিত অভিযোগে জানান, বেণু চ্যাটার্জীকে পিটিয়ে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ গায়েব করেন তৎকালীন রঘুনাথগঞ্জ থানার এ এস আই দয়াল মুখার্জী। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত 'মুর্শিদাবাদ নিউজ' ও মালদার 'সূত্র' পত্রিকার পেপার কাটিং তিনি ডি জি কে পাঠান। উল্লেখ্য, রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'বিদ্রোহী কণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক বেণু চ্যাটার্জী গত ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় কারও ডাকে তিনি লুঙ্গি পরেই তাঁর সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। আর ফিরে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

গ্রামীণ উন্নয়নে মহিলাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না

রঘুনাথগঞ্জ : সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৩০ জন মহিলাকে ঋণ দেওয়ার কথা। কিন্তু এই আদেশ অগ্রাহ্য করে কম সংখ্যক মহিলাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। সরকারী মেমো নং ১০৭৩(১৮২) তাং ২-১২-৮৮ রীতিমত উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে এই মহকুমায় শতকরা ৩০ জনের স্থলে মাত্র ৫ জনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। যাতে পঞ্চায়েত প্রধানরা সজাগ হয়ে লক্ষ্য মাত্রা পূরণে সচেষ্ট হন তার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে পৌষ বুধবার ১৩৯৫ সাল

এসো পৌষ যেয়ো না

আমাদের এই বাংলা সম্বন্ধে কত সুখ কাহিনী না শুনিয়াছি। পূর্বে বাঙালীর গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর ক্ষেত ভরা সোনার ফসল ছিল। তাই বাঙলার ঘরে ঘরে চলিত বিবিধ উৎসব। 'বারো মাসে তের পার্বণ' তো ছিলই তাহারই সাথে চলিত মন্দিরের আটচালাতে সংবৎসর যাত্রা-গান, কবিগান, আলকাপ প্রভৃতি বিবিধ লোক সঙ্গীতের রাত্রিব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান। বিশেষ করিয়া তিনটি মাসকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল 'লক্ষ্মীমাস' বলিয়া। সেই তিনটি মাস হইল ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র। ভাদ্র মাসে জলভরা তটিনী, মাঠে মাঠে সুপক্ক ভাদুই ধানের সোনা। পৌষে উঠিত আমন ধান; চৈত্রে চৈতালি। চাষীর মনের আনন্দ হর্ষ ছড়াইয়া পড়িত গ্রামের আপামর জনগণের মধ্যে। তাহারই মধ্যে পৌষ মাস ছিল সেরা মাস। তখন প্রকৃতির রুদ্র তেজ মিলাইয়া গিয়া তাহাতে লাগিয়াছে শীতের বুহেলী। শুধু ধানই নয় তখন সমস্ত সবজীর ক্ষেতে অফুরন্ত তরিতরকারী। কপি, বেগুন, টম্যাটো, ছাড়াও আলু, গাজর, বিট সীম ও বিভিন্ন শাকের সমারোহ মাঠে মাঠে। ফসলের ভারে গৃহস্থের ঘরে টাকার টান কমিয়া আসিতেছে। আনন্দ মনে, আনন্দ মুকুলিত আম্র কাননে, আনন্দ প্রস্ফুটিত কুসুম শাখে, আনন্দ তটিনীর বুকের চঞ্চলতায়। গৃহস্থ মন সেই কারণেই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সাথে নিজেকে মিলাইয়া দিতে আত্মীয়বন্ধু-দের সাথে একত্রে বনভোজনের ব্যবস্থায় মাতিয়া উঠে। শীতের মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়া একত্রিত বনভোজনের মাধুর্য্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। অফুরন্ত শস্যের আমদানী হওয়ায় বিচিত্র রসনার রুচিকর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে মনে ইচ্ছা জাগে, তাই লক্ষ্মীর আরাধনা এই মাসেই। লক্ষ্মী পূজার সামগ্রী সহজপ্রাপ্ত হওয়ায় তদুপরি শীতের প্রকোপ পড়ায় ক্ষুধা বৃদ্ধি প্রাপ্তের সহায়তা হওয়ায় এই সময়েই রসনা রুচিকর পিঠা, পায়েস, পুলি প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন তৈরীর ইচ্ছা জাগে। বাঙালীর নিকট বড় আদরের এই পৌষ মাস। এই মাসের সমাপ্তিতে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের উৎসব মুখরিত করে তোলে গৃহ হতে গৃহান্তরে।

কিন্তু বর্তমানে সমস্যাজর্জর বাঙালীর গৃহ। পৌষ পার্বণের উৎসব স্মৃতিমাত্র। দুধ, ঘি, দধি, মাখন দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য। সব্জীর বাজারে আগুনের হাওয়া। নূতন আলু আজও দু'টাকা কেজি, টম্যাটো, শাক, বেগুন প্রভৃতিও দুই-তিন টাকার নিম্ন পাওয়া যাইতেছে না। ফুলকপি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। গ্রাম ভিত্তিক সমাজের কাঠামো কবেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। শহর ভিত্তিক সমাজে টাকা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। সেই টাকা রোজগারের সুযোগ হইতে বাঙালীরা বহু দূরে পড়িয়া আছে।

ব্যবসা বাণিজ্য সকলই অবাঙালীর হাতে, বাঙালী সর্বত্র অপাঙতেয়। তাহার বিলাস করিবার, আনন্দ স্ফূর্তি করিবার সুযোগ অন্তর্হিত। তাই পৌষ পার্বণের সেই পুরাতন মধু স্মৃতি স্মরণ করিয়া চক্ষুজল মোচন করা ব্যতীত তাহার আর করিবার কি আছে। একদিন এই বাঙালী বধূরা পৌষ মাসকে বন্ধন করিয়া রাখিতে সংক্রান্তিতে গাহিয়াছে 'এসো পৌষ যেও না।' আর বর্তমানে বাঙালীর নিকট পৌষ মাস সর্বনাশ হইয়া স্মৃতির ব্যথা ভরা মাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক ছাত্র ও যুব সম্মেলন

ধুলিয়ান : গত ২৯ ডিসেম্বর সমসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর হাটে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র ব্লক ও যুবলীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫০ জন ছাত্র ও যুব প্রতি-নিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন ফরওয়ার্ড ব্লকের জঙ্গিপুর শাখার সহ-সম্পাদক সুজিৎ মুন্সী। ছাত্র ব্লকের রৌশান আলি ও যুবলীগের তপন রায় সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন। সম্মেলনে জেলা নেতা লুৎফল হক তাঁর বক্তব্যে দেশের বর্তমান দুর্দিন ও রাজীব গান্ধীর পরিচালনায় কংগ্রেসের ভ্রান্ত নীতি বর্ণনা করেন। যুব-লীগের ১৯ জন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হন নুর ইসলাম ও সম্পাদক নির্বাচিত হন রৌশান আলি। ২৬ জনকে নিয়ে ব্লক ছাত্র কমিটিতে রৌশান আলি সভাপতি ও সহিউদ্দন সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে প্রকাশ্য সমাবেশ হয় বেলা ৩টায় শিবানী টকিজের সামনের মাঠে। সমাবেশে সভা-পতিত্ব করেন তপন রায় এবং বক্তব্য রাখেন রৌশান আলি, সুজিৎ মুন্সী, ইউসুফ হোসেন, লুৎফল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রৌশান আলি তাঁর ভাষণে বলেন, এ অঞ্চলের নিরক্ষর বিড়ি শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য শুধুমাত্র অরঙ্গাবাদ ডি, এন, কলেজ রয়েছে। ধুলিয়ানে একটি কলেজ নির্মাণে আমরা আন্দোলন করার প্রস্তাব নিয়েছি। জোনাল সম্পাদক ইউসুফ হোসেন তাঁর দীর্ঘ ভাষণে

নাবালিকাকে নিয়ে উধাও

জঙ্গিপুর : গত ২৩ ডিসেম্বর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার রঘুনাথপুর গ্রামের রীণারাণী সরকার (১৫) নামে এক নাবালিকাকে নিয়ে গ্রামেরই কাবির সেখ উধাও হয়। ২৫ ডিসেম্বর মেয়েটির বাবা ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে গত ৭ জানুয়ারী মালদার ইংলিশ বাজার থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম থেকে উভয়কে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয়। কিন্তু কাবির সেখের পক্ষে হাইকোর্টের এ্যান্টিসেপেটারী বেল আদেশ থাকায় ৮ জানুয়ারী তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মেয়েটিকেও পুলিশের হেফাজতে রেখে বিচারকের সামনে তাঁর জবানবন্দী নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

সি এ ডি সির মসলিন চরকা কেন্দ্র ভবন

বহরমপুর : সম্প্রতি বহরমপুর বানজাটিয়ায় পঃ বঃ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের মসলিন চরকা কেন্দ্র ভবনের উদ্বোধন করলেন জেলা শাসক দেবাদিত্য চক্রবর্ত্তী। উদ্বোধনা ভাষণে তিনি বলেন, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীতে মহিলাদের বেশী করে যুক্ত করতে হবে। এই মসলিন চরকা কেন্দ্রে আপাততঃ ২৮টি চরকা চালু করা হলো। পরে এই সংখ্যা খুব শীঘ্র ৫০ করা হবে। বয়নকারী মহিলারা এখানে দৈনিক মাথাপিছু ৭ থেকে ৮ টাকা উপার্জন করতে পারবেন। (জেলা তথ্য)

বলেন—কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার স্বাধীনতার পর থেকে দেশের মানুষকে শুধুমাত্র ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন। তাঁদের উদ্ভাবিত গরিবী হটাও, বেকারী হটাও প্রভৃতি শ্লোগানের সঙ্গে বাস্তবের যোগহীনতা দেশের মানুষ বুঝে ফেলেছেন। এদিকে বামফ্রন্ট সরকারের বড়দল সি পি এমও সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। ফলে সঠিক আন্দোলনের অভাবে ফললাভও সম্ভব হচ্ছে না। এরই ফলে দার্জিলিংকে ঘিসিং-এর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাচ্ছেন। মালদা মুর্শি-দাবাদে সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রবল হয়ে উঠছে। উপরন্তু আমাদের দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় সি পি এম আতঙ্কিত। তাঁরা আমাদের অগ্রগতি রুখতে খুনের রাজনীতি আমদানী করতেও কসুর করছেন না। গত অক্টোবরেও সি পি এমের হাতে আমাদের কর্মী নবকুমার প্রকাশ্যে নিহত হন। তিনি বলেন তবুও আমরা এ বিশ্বাস রাখি যে হত্যার রাজনীতি নিয়ে আমাদের রোখার ক্ষমতা সি পি এমের নেই।

মুক্ত মঞ্চ নির্মাণে জেলা পরিষদের অর্থ সাহায্য

অরঙ্গাবাদ : স্থানীয় ডি এন কলেজে মুক্ত মঞ্চ নির্মাণে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ বছর ৫০ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। এর পূর্বেও এই কলেজে সায়েন্স স্কিমে জেলা পরিষদ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করেন। উল্লেখ্য, এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি মহঃ নেজামুদ্দিন কলেজকে ঐ সাহায্য দানে বিশেষ ভাবে তৎপর হন।

গাছে ঝুলন্ত মৃতদেহ— সন্দেহ হত্যা

জঙ্গিপুর : গত ৩০ ডিসেম্বর সকালে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের তেঘরীর গ্রামবাসীরা লখাই সেখের বাড়ীর সামনে আতা গাছে লখাই এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আবরী বিবির ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠায়। গ্রামবাসীদের ধারণা, তাকে হত্যা করে পরে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ, মৃতার উপর লখাই এর প্রথম পক্ষের ছেলে বৌ বেশ কিছুদিন ধরে অত্যাচার চালাচ্ছিল। ঘটনার দিন আবরীর আর্তনাদ অনেকেই শুনেছেন বলে জানান। প্রথম পক্ষের দুই ছেলে, বৌ ও লখাই বর্তমানে ফেরার।

আরো স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার গণদাবী

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তেঘরীতে মাত্র একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। তার উপর স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে কোন আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা নাই। ফলে হাজার হাজার গ্রামবাসীকে প্রায় নদী পার হয়ে মহকুমা হাসপাতালে আসতে হয়। গ্রামবাসীদের তরফে গণদাবী উঠেছে, অন্ততঃপক্ষে মিঠিপুর ও কাশিয়াডাঙ্গায় আরো দুটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হোক। তাঁদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহায়ক ও সহায়িকারা ঠিক মত দুঃস্থ রোগীদের পরিচর্যা করেন না।

টেণ্ডার নোটীশ

NTPC নেশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন

ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ

ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ

ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট
পোঃ নবারুণ : জেলা : মুর্শিদাবাদ : প.ব.
পিন : ৭৪২ ২৩৬

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য এন টি পি সি/ সি পি ডব্লু ডি/ রেলওয়ে/ ডব্লু বি এস ই বি এবং পাবলিক সেকটর সংস্থাগুলিতে রেজিস্ট্রিকৃত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীলকরা টেণ্ডার আহূত হচ্ছে। টেণ্ডার কাগজপত্র বিক্রয়ের জন্য উল্লেখিত তারিখের কাজের সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস থেকে কাজগুলির জন্য টেণ্ডার কাগজপত্রের দাম প্রদান সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন ও শংসাপত্রসমূহ দেখিয়ে ব্যক্তিগতভাবে টেণ্ডার কাগজপত্র পাওয়া যাবে। যেসব টেণ্ডারদাতা ডাকে কাগজপত্র পেতে ইচ্ছুক তাঁদের রেজিস্ট্রেশন ও শংসাপত্রসমূহের এক কপি প্রমাণ সমেত খেজুরিয়াঘাট ডাকঘরে প্রদেয় আই পি ও মারফৎ অথবা 'ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ'র অনুকূলে ফরাক্কাস্থিত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া-তে প্রদেয় ডিমাণ্ড ড্রাফট মারফৎ প্রতি কাজের জন্য অতিরিক্ত ২০.০০ টাকা (কুড়ি টাকা মাত্র) পাঠাতে হবে।

২১.১২.৮৮ থেকে ১৪.১.৮৯ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিনে সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা এবং বেলা ২.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪ টার মধ্যে কাগজপত্র বিক্রিত হবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে বেলা ৩ টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হবে এবং উপস্থিত টেণ্ডারদাতা বা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সমক্ষে নিম্নোক্তমত খোলা হবে।

ক্র নং	কাজের নাম	কাজের আনুঃ মূল্য	বায়না জমার পরিমাণ / টেণ্ডার কাগজের দাম	শেষ করার সময়	খোলার তারিখ ও সময়
১।	ফেজ-২-এর জন্য প্ল্যান্ট এলাকায় নির্মাণকাজের জন্য ও পানীয় জল সরবরাহের জন্য জি আই পাইপ পাতা এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ২০২৫/টি-১৪৪/৮৮	০.৮ লক্ষ	১৬০০/- টাকা / ২৫/- টাকা	তিন মাস	১৬.১.৮৯ বেলা ৩ টা
২।	ফেজ-২-এর জন্য ঠিকাদারের অফিস ও শ্রমিক কলোনি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য জি আই পাইপ বসানো এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ২০২৬/টি-১৪৫/৮৮	১.২ লক্ষ	২৪০০/- টাকা / ৫০/- টাকা	চার মাস	১৬.১.৮৯ বেলা ৩ টা
৩।	এফ এস টি পি পি-র স্থায়ী উপনগরী, খেজুরিয়াঘাটে সি আই এন এফ কমপ্লেক্সের জন্য ১৯২ ইউনিট (২৪ ব্লক) 'এ' টাইপ কোয়ার্টার ৪ ইউনিট (১ ব্লক) 'বি' টাইপ কোয়ার্টার ও ৬ ইউনিট (১ ব্লক) 'সি' টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণ। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১৫৮২/টি-১৪৬/৮৮	১১৫ লক্ষ	৫০,০০০/- টাকা / ২০০/- টাকা	চব্বিশ মাস	১৭.১.৮৯ বেলা ৩ টা
৪।	স্থায়ী উপনগরী, খেজুরিয়াঘাট, এফ এস টি পি পি-তে সীমা প্রাচীর ও অ্যাপ্রোচ রোড সমেত পুলিস থানা নির্মাণ। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১৫৮০/টি-১৪৭/৮৮	৬.৫ লক্ষ	১৩,০০০/- টাকা / ৫০/- টাকা	বারো মাস	১৭.১.৮৯ বিকাল ৪ টা
৫।	এফ এস টি পি পি-র প্ল্যান্ট সাইটে ৪০০ কে ভি স্যুইচ-ইয়ার্ডে লেভেলিং ও ৪০ মিমি ব্ল্যাক স্টোন ফিলিং। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১০৮৫/টি-১৪৮/৮৮	৯ লক্ষ	১৮,০০০/- টাকা / ৫০/- টাকা	ছয় মাস	১৮.১.৮৯ বেলা ৩ টা
৬।	এফ এস টি পি পি-র খেজুরিয়াঘাট স্থায়ী উপনগরীতে হাসপাতাল কমপ্লেক্সের চারপাশে সীমা প্রাচীর নির্মাণ। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১৫৮১/টি-১৪৯/৮৮	৪.৫ লক্ষ	৯,০০০/- টাকা / ৫০/- টাকা	আট মাস	১৮.১.৮৯ বেলা ৩.৩০ মি.
৭।	এফ এস টি পি পি-র প্ল্যান্ট সাইটে ১১.৪ কেভি সাব স্টেশনের চারপাশে ইটের প্রাচীর নির্মাণ ও কেবল ট্রেঞ্চ নির্মাণ। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১০৮৬/টি-১৫০/৮৮	০.৬৫ লক্ষ	১৩,০০০/- টাকা / ২৫/- টাকা	তিন মাস	১৮.১.৮৯ বিকাল ৪ টা

শর্তাবলী

১। টেণ্ডার ফরম সংগ্রহের সময় রেজিস্ট্রেশনের প্রামাণ, সর্বশেষ আঃ কঃ ও মিঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র এবং অন্যান্য শংসাপত্র দেখাতে হবে এবং টেণ্ডারের সঙ্গে পেশ করতে হবে।

২। সাইটের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আগ্রহী পক্ষগুলিকে সাইট পরিদর্শনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৩। বিলম্বে এবং/অথবা বায়না জমা বিহীন প্রাপ্ত টেণ্ডারগুলি বিবেচিত হবে না। চলতি অ্যাকাউন্ট বিলের বিনিময়ে বায়না জমার সমন্বয়ন গ্রহণযোগ্য নয় এবং টেণ্ডার ফরমে উল্লেখিত যেকোন গ্রহণযোগ্য আকারে বায়না জমা প্রদেয়। এন টি পি সি-র অন্য যেকোন প্রকল্পে রেজিস্ট্রিকৃত টেণ্ডারদাতারা বায়না জমা প্রদানে অব্যাহতিপ্রাপ্ত নন। টেণ্ডারের সঙ্গে অবশ্যই নির্ধারিত আকারে আবশ্যক বায়না জমা থাকতে হবে। টেণ্ডার কাগজপত্র সম্বলিত খামের উপরে _____ টাকা বায়না জমা ভিতরে আছে কথাগুলি পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে, নচেৎ টেণ্ডার (গুলি) খোলা না হতেও পারে এবং টেণ্ডারদাতা (দের) ফেরত দেওয়া হতে পারে।

৪। ডাকে প্রেরিত টেণ্ডার কাগজপত্রের বিলম্ব বা না-প্রাপ্তির জন্য এন টি পি সি দায়িত্ব নেবে না।

৫। আংশিক বা সামগ্রিকভাবে যেকোন প্রস্তাবগ্রহণের অথবা একাধিক পক্ষের মধ্যে কাজ বিভক্ত করে দেওয়ার কর্তৃত্ব একমাত্র এন টি পি সি-র আছে। সর্বনিম্ন বা যেকোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে এন টি পি সি বাধ্য নয় এবং কোন কারণ না দর্শিয়ে কোন কোন বা সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার অধিকার তার সংরক্ষিত।

ডেঃ ম্যানেজার (কন্ট্র্যাকটস)
এফ.এস.টি.পি.পি./এন.টি.পি.সি

ASP/68

"It is never right to submit to evil and national humiliation, and every attempt to impose these must be resisted, whatever the consequences."

Jawaharlal Nehru

শান্তি শৃংখলা ও ভাঙন রোধের দাবীতে সভা

বেনিয়াগ্রাম : স্থানীয় প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ৮ জানুয়ারী বেনিয়াগ্রাম শান্তি কমিটির ডাকে এবং রাজনৈতিক নেতা ও স্থানীয় মানুষ-জনের উপস্থিতিতে এক সভা হয়। অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসার এবং স্থানীয় বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। সভার মূল আলোচনার বিষয় ছিল ঐ অঞ্চলের শান্তি শৃংখলা রক্ষা। আরো জানা যায়, ঐ এলাকাকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার প্রয়োজনে গঙ্গার পাড় বাঁধানো ও বাঁধ দেওয়ার দাবীতে শান্তি কমিটি বেশ কিছুদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন গা করছেন না। তারই জের হিসাবে আগামী ১৬ জানুয়ারী বেনিয়াগ্রাম শান্তি কমিটির পরিচালনায় ঐ অঞ্চলের মানুষ ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রহস্য অনুসন্ধানে তদন্ত

(১ম পাতার পর)

আসেননি। এই নিয়ে সেই সময় নানা বিভ্রান্তিকর খবর রটতে থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় বেণু চ্যাটার্জীর বাবা তারাপদ চ্যাটার্জী একজন প্রাক্তন ওসি হওয়া সত্বেও পুলিশ থেকে তাঁর ছেলের অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটনে তেমন কোন চেষ্টা করা হয়নি বলে বেণু চ্যাটার্জীর মা আমাদের দপ্তরে সে সময় অভিযোগ করেছিলেন। এতদিন পর নতুন করে তদন্ত শুরু করার আদেশ হলেও তেমন কোন কাজ হবে বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন না।

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয় করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts) সংরক্ষণ এমন কি অডিট করিয়ে নিন।
যোগাযোগ—
শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী
প্রযত্নে বিশ্বপাত চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অখাদ্য গম দেওয়া হচ্ছে

(১ম পাতার পর)

তিনি আরো জানান, গত কয়েক মাস ৪০০০ কুঃ, কখনো বা ৩৬০০ কুঃ সরবরাহ পাওয়া যায়। একমাত্র নভেম্বরে ৮০০০ ও ডিসেম্বরে ৫০০০ কুঃ গম পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ ৫০০ গ্রাম করে মাথাপিছু রেশন কার্ডে সরবরাহ করলে মাত্র এক সপ্তাহের মত গম পাওয়া গিয়েছে। সে কারণেই কার্ডে মাথাপিছু পুর এলাকায় ২০০ গ্রাম করে দিয়ে অবস্থা আ ত্তে রাখার চেষ্টা চলছে। গ্রামাঞ্চলে গম সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবসায়িক মহল ও ময়দা পেশা কলগুলির মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানান; খোলা বাজারে গম একেবারে পাওয়া যাচ্ছে না বললেই চলে। যেটুকু বা আসছে তা বেকারীর মালিকরাই কিনে নিচ্ছে। বাজারের যা অবস্থা তাতে যদি সরকারী ব্যবস্থাপনায় বাইরে থেকে গম আমদানী না করা হয় তবে মহকুমায় আটা ময়দা দুষ্প্রাপ্য তো হবেই, দামও বেড়ে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। খবরে প্রকাশ, শুধুমাত্র এই মহকুমায় নয় পশ্চিমবাংলার সর্বত্র মানুষের অখাদ্য গম রেশনে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য খাদ্য দপ্তর জানান, কেন্দ্র পঃ বঙ্গকে ঐ গম ও চাল সরবরাহ করে থাকেন। কিন্তু গত ৩০ ডিসেম্বর আইজল থেকে দিল্লী ফেরার পথে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী সুখরাম দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবস্থানকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, রাজ্য সরকারের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। কেন্দ্র থেকে কোনদিনই অখাদ্য চাল গম সরবরাহ করা হয়নি।

বাবা আমতের শুভাগমন

(১ম পাতার পর)

বিজয়কুমার জৈন ও অমিয়কুমার রায়। এরপরই তিনি যাত্রা করবেন বহরমপুর অভিমুখে। বহরমপুরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হবে ১৭ জানুয়ারী যোগেন্দ্র নারায়ণ মিলনী (গ্রাণ্ট হল) এ। অভ্যর্থনা কমিটীর আহ্বায়ক লোহারাম রায় এবং প্রাণকুমার দাস যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

আতঙ্কিত হয়ে মাছ খাওয়া ছাড়বেন না

মাছ নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। অহেতুক আতঙ্ক ছড়াবেন না। যে ধরনের মাছে রোগ হচ্ছে তা হল : কৈ, সিঙি, মাগুর, লেটা, আড়, শোল, শাল বোয়াল ইত্যাদি।

মাছ রান্না করে খেলে বা ভেজে খেলে তাতে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে না

পচা যে কোন খাবার খেলেই মানুষ অসুস্থ হতে পারেন।

মাছ সহ সকল পচা খাদ্য খাওয়া থেকে সকলেরই বিরত থাকা উচিত। রুগ্ন মাছ খেয়ে কোন মানুষের মৃত্যুতো দূরের কথা অসুস্থতার ঘটনাও এখনও পর্য্যন্ত জানা যায়নি।

দেখে শুনে নির্ভয়ে মাছ খান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ মুর্শিদাবাদ